রেল বার্তা

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে তৃতীয় লোকো রিলায়েবিলিটি মিট

স্টাফ রিপোর্টার : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কসে (সিএলডব্লু) ৫ এবং ৬ জানুয়ারি, ২০১৮ তৃতীয় ইলেকট্রিক লোকো রিলায়েবিলিটি মিট অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন চিফ ইলেকট্রিক্যাল লোকো ইঞ্জিনিয়ার্স, আঞ্চলিক রেলওয়েগুলির সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা, আরডিএসও সিনিয়র অফিসাররা। এই মিটে তারা সিএলডব্লুতে তৈরি ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ নিয়ে আলোচনা করেন।

বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় তিনটি পর্যায়ে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের রিলায়েবিলিটি বাড়ানোর উপর। এর জন্য আইজিবিটি প্রযুক্তির উপর নির্ভর করে তৈরি যন্ত্রপাতি ব্যবহারের কথাও বলা হয়। বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন সিএলডব্লু'র জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক। প্রশাসনিক ভবনে মিটিং রুমে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সিএলডব্লু'র জেনারেল ভি পি পাঠক ৫ জানুয়ারি,২০১৮ এই মিটের উদ্বোধন করেন। তিনি তার বক্তব্যে সিএলডব্লুতে নির্মিত ইলেকট্রিক লোকোমোটিভগুলি রিলায়েবিলিটি'র উন্নতিতে অন্য সব রেলের অবদানের কথা স্মরণ করেন। সিএলডব্লুতে নির্মিত লোকোগুলির সাম্প্রতিক উন্নতিতে রেলমন্ত্রক যে ভূমিকা নিয়েছে সিএলডব্লু তার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

৬ জানুয়ারি,২০১৮ ছিল এই মিটের সমাপ্তি অধিবেশন। সমাপ্তি অধিবেশনে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার ভি পি পাঠক আঞ্চলিক রেলগুলির সঙ্গে আরও বেশি যোগাযোগের মাধ্যমে রেলকে যাতে আরও উন্নত পরিষেবা দিতে পারে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ সেজন্য সব রেলের মধ্যে সংযোগসাধনের কথা বলেন।

আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশে তৈরি অস্ত্র ব্যবহারে জোর দিলেন সেনাপ্রধান

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর আধুনিকীকরণের উপর জোর দিলেন সেনাপ্রধান জেনারেল বিপিন রাওয়াত। বিভিন্ন শক্তি যেভাবে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে, সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হলে সেনাবাহিনীকে আরও অনেক বেশি আধুনিক করে তোলা প্রয়োজন মনে করেন তিনি।

এজন্য আমদানি করা সামরিক অস্ত্রের পরিমাণ কমিয়ে স্বনির্ভরতার উপর জোর দেওয়ার কথা বলেছেন সেনাপ্রধান। তার মতে, আমদানি করা অস্ত্রের পরিমাণ কমিয়ে দেশে তৈরি অস্ত্রের উপর নির্ভরতা বাড়াতে হবে। এমনকি পরবর্তী যুদ্ধে তিনি স্বদেশী অস্ত্রেই লড়াই করতে আগ্রহী।

তবে এই প্রথম জেনারেল বিপিন রাওয়াত সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র তৈরির ক্ষেত্রে আধুনিকতম স্বদেশী প্রযুক্তি ব্যবহারের কথা বললেন এমন নয়। গতবছরে নভেম্বরেও তিনি দেশের উত্তর ও পশ্চিম প্রান্তে সেনাবাহিনীর গাড়িগুলিকে ভবিষ্যতের জন্য অত্যাধুনিক করার কথা বলেন। এই দুই ফ্রন্টেই সেনাবাহিনীর হাতে দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি অস্ত্র তুলে দেওয়ার কথা বলেন তিনি। প্রসঙ্গত, ভারতীয় সেনাবাহিনী গত বছরে আমদানি করা অস্ত্রের জায়গায় ৭ লক্ষ রাইফেল, ৪৪ হাজার লাইট মেশিন গান এবং প্রায় ৪৪,৬০০ কারবাইন তৈরির নির্দেশ দিয়েছে।

সোমবার রাজধানী দিল্লিতে সেনা প্রযুক্তি সংক্রান্ত এক আলোচনাচক্রে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল রাওয়াত দেশে তৈরি অস্ত্রের উপর লড়াই করার জোর দেন। তিনি বলেন, এমন সময় আসছে যখন সেনাবাহিনীকে আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে।

তবে সেই লক্ষ্যে গিয়ে সেনাবাহিনীর জন্য বিপুল পরিমাণ আধুনিক অস্ত্র বরাত দেওয়া হয়েছে, তাও জানাতে ভোলেননি রাওয়াত। সেনা প্রধানের দাবি, ভবিষ্যতে যুদ্ধগুলি হতে পারে কঠিন পরিস্থিতিতে এবং পাহাড়ে। সে জন্য সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে হবে। আর এই প্রস্তুতি নিতে গিয়েই সেনাবাহিনীদের প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি আমদানি ধীরে ধীরে কমিয়ে ক্রমশই দেশীয় প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল হচ্ছে তা জানিয়েছেন তিনি। কারণ পরবর্তী যুদ্ধ সেনাবাহিনীকে করতে হবে স্বদেশী প্রযুক্তিতে বলে মনে করেন রাওয়াত।

জেনারেল রাওয়াতের আরও দাবি, প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভারতীয় সেনাবাহিনী সঠিক পথে এগিয়ে চলেছে। এজন্য দেশে যেসব প্রাসঙ্গিক ভারী শিল্প রয়েছে তাদের সমর্থনও পাওয়া যাচ্ছে। বুলেট প্রুফ সামগ্রী থেকে জ্বালানি নির্ভর প্রযুক্তি, সব বিষয়ে সাহায্য করছে তারা। ভারতীয় প্রযুক্তির সাহায্যে সেনাবাহিনীর জন্য অস্ত্র তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে। এই যাত্রা যেন নিরন্তর হয় বলেও দাবি করেছেন তিনি। দিল্লির আলোচনাচক্রে সেনাপ্রধান দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার বিষয় রীতিমতো আশাবাদী সে কথা গোপন রাখেননি। তবে দেশীয় প্রযুক্তি ব্যবহার করতে সেনাবাহিনী যে বাড়তি পথে হাঁটতে প্রস্তুত সে কথা নিশ্চিত করেছেন তিনি। পাকিস্তান ও চিন ভারতের সীমান্তে নানাভাবে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে ও করছে। পাকিস্তান আমেরিকার কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ সামরিক অস্ত্র পায়। ভারতও আমেরিকার অস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কিনে থাকে। অনেক সময় এইসব অস্ত্রের ক্ষমতা শত্রুপক্ষের জানা থাকে। ফলে শত্রু শিবিরকে আক্রমণ করা তাদের পক্ষে সহজ হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনী এজন্য আমদানি করা অস্ত্রের পরিবর্তে দেশে উন্নতমানের তৈরি অস্ত্র ব্যবহারের উপর জোর দিচ্ছে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।

বন্দে মাতরম নিয়ে উত্তপ্ত বাদানুবাদ বিজেপি ও বসপা বিধায়কদের

মীরাট, ৮ জানুয়ারি : বন্দে মাতরম গাওয়া নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ও বহুজন সমাজ পার্টি বিধায়কদের মধ্যে মীরাটে উত্তপ্ত বাদানুবাদ হয়েছে। বসপার সদস্যরা গানটি গাইতে চাইলে তাদের বাধা দেওয়া হয়। এই নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে বাক্‌যুদ্ধ শুরু হয়। পরে দু'দলেরই প্রথম সারির নেতাদের হস্তক্ষেপে অবশ্য বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়। প্রসঙ্গত, মীরাটে জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে বিতর্ক এই প্রথম নয়। এর আগেও এই নিয়ে বিতর্ক হয়েছে এবং তা রীতিমতো আলোড়নও সৃষ্টিও করেছে। মীরাট পুর কর্পোরেশনে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় সম্প্রতি একদল পুরপিতা সভা ছেড়ে চলে যান। সে সময়ে বন্দে মাতরম গাওয়া হচ্ছিল। তাদের পুরপিতার পদ থেকে বরখাস্ত করার জন্য সম্প্রতি আবেদনও করা হয়েছে। উত্তর প্রদেশের মজফফ্‌র নগরে গত সপ্তাহে বজরঙ্গ বলীর সদস্যরা মুসলিমদের বন্দে মাতরম এবং জনগণমন গাইতে বাধ্য করেছে বলে জানা গেছে। নগর পঞ্চায়েতের মুসলিম নেতারা এই গানটি গাইতে অস্বীকার করার পরেই পরিস্থিতি গুরুতর হয়। এছাড়াও উত্তর প্রদেশের মুজাফফ্‌র নগরে বজরঙ্গবলীর সদস্যরা জোর করে বন্দে মাতরম ও জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার সময় উঠে দাঁড়াতে বাধ্য করেন।

রেল বহির্ভূত কারণে ট্রেন পরিষেবা ব্যাহত

স্টাফ রিপোর্টার : সোমবার পূর্ব রেলের বিভিন্ন সেকশনে রেল বহির্ভূত কারণে ট্রেন চলাচল ব্যাহত হয়।

হাওড়া ডিভিশন :

হাওড়া ডিভিশনে ঝাপানডাঙা স্টেশনে অবরোধ সৃষ্টি হয়। হাওড়া-বর্ধমান কর্ডলাইনে গুড়াপ ও জোগ্রাম স্টেশনের মধ্যে সকাল ৬.৩০ মিনিট থেকে ৭.১৭ মিনিট পর্যন্ত এই অবরোধ চলে। ঝাড়খণ্ড দেশম পার্টি সমর্থকরা রেল বহির্ভূত কারণে এই অবরোধ করে। অবরোধের ফলে দু'টি লোকাল ট্রেন এবং ১২০১৯ হাওড়া-রাঁচি শতাব্দী এক্সপ্রেস নিজস্ব রুটে গড়ে ৩০ মিনিট করে দেরিতে চলে।

শিয়ালদহ ডিভিশন

শিয়ালদহ ডিভিশনে বারাসত-বনগাঁ শাখায় সকাল ৯.৪৩ মিনিট থেকে ১১.৪৮ মিনিট দত্তপুকুর স্টেশনে প্রথমে অবরোধ হয়। এরপর গুমা স্টেশনে ফের ১২.০০ থেকে ১২.১৫ মিনিট পর্যন্ত অবরোধ চলে। রেল বহির্ভূত কারণে একটি রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের এই অবরোধের ফলে ৬টি ইএমইউ লোকাল গড়ে ৪০ মিনিট করে দেরিতে চলে। রেল বহির্ভূত কারণে এদিন পূর্ব রেলের বিভিন্ন শাখায় একাধিক ট্রেন দেরিতে চলাচল করে।

পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই এই প্রথম ভারত থেকে হজে যাচ্ছেন ৩২ মহিলা

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : তারা কেউ এসেছেন লখনউ থেকে, কেউ এসেছেন কানপুর থেকে, কেউবা আমেথি অথবা গোন্ডা থেকে। কিন্তু প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য এক, তারা হজে যেতে চান এবং পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই। ৩২ জন মহিলা এবার প্রথম পুরুষ অভিভাবক ছাড়াই ভারত থেকে হজে যাচ্ছেন। কেন্দ্রের সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক আগেই জানিয়েছিল, ৪৫ বছরের উর্ধ্বে যাদের বয়স সেরকম মহিলাদের ৪ জন সঙ্গী হলেই পুরুষ অভিভাবক ছাড়া হজে যেতে দেওয়া হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও গত ৩১ ডিসেম্বর তার শেষ 'মন কি বাত' রেডিও অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন যে, মহিলাদের হজে যেতে হলে পুরুষ আত্মীয় ও অভিভাবক বাধ্যতামূলক এই কড়া নির্দেশ তুলে দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ঠিক এর পরেই কয়েকশো মুসলিম মহিলা একাকী হজে যাওয়ার জন্য আবেদন করেন সরকারের কাছে। কেরল থেকে উত্তর ভারত, বিভিন্ন রাজ্য থেকে একাকী হজে যেতে চান। কেন্দ্র তাদের এই দাবি মেনে নিয়ে অনুমতি দিয়েছে।

নিরাপত্তার অজুহাতে দলিত নেতা জিগনেস মেভানির প্রকাশ্য সভা বাতিল

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : মুম্বইয়ের পর রাজধানী দিল্লিতেও বাতিল হল দলিত নেতা জিগনেস মেভানি'র প্রকাশ্য সমাবেশ। নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে রাজধানী পুলিশ বাতিল করেছে মেভানির সমাবেশ। প্রসঙ্গত, সদ্য সমাপ্ত গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনে মেভানির দল কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল। মেভানি নিজেই নির্বাচিত হয়েছেন। কিন্তু যথেষ্ট ওজনদার বিধায়ক হলেও তাকে মোটেই রেয়াত করেনি রাজধানী পুলিশ।

মেভানি যেখানে সভা করবেন সেখানে ১৪৪ ধারা রয়েছে। এছাড়া আসন্ন প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে প্রতিদিনই সেখানে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মহড়া চলছে। ফলে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা জরুরি। রাজধানীর আইন-শৃঙ্খলার স্বার্থে তাঁর প্রকাশ্য সমাবেশের উপর নির্দেশিকা জারি করেছে পুলিশ। জানা গেছে, মেভানির মঙ্গলবার জমি এবং শিক্ষা ও অন্যান্য বিষয়ে ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল।

প্রসঙ্গত, গত ৪ জানুয়ারি মুম্বই পুলিশও তাকে সমাবেশের জন্য বাধা দেয়। মেভানি এবং দিল্লির জওহরলাল বিশ্ব বিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা উমর খলিদের ভাষণ দেওয়ার কথা ছিল মুম্বইয়ের সভায়। এই সভা উপলক্ষে নির্ধারিত হলের বাইরে বহু ছাত্র হাজির হন। তারা মেভানি ও উমর খলিদের সভার জন্য পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় বিক্ষোভ দেখান। ফলে পুলিশ গ্রেফতার করে একাধিক ছাত্রকে। এমনকি এই সভার উদ্যোক্তা ছাত্র ভারতীর সভাপতি শচীন বানশোরে ও সহকারী ছাত্র নেতা সাগর ভালেরাও এবং বিধায়ক কপিলকে আটক করে।

পুণে পুলিশ মেভানি ও খলিদের বিরুদ্ধে সেখানে একটি সভায় প্ররোচনা মূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ করেছিল। গত বছর ৩১ ডিসেম্বর পুণেতে যে গোলমাল হয় তার জন্য মেভানি ও খলিদের বক্তব্যকে দায়ী করে তারা। প্রসঙ্গত, পুণেতে ভিমা-কোরেগাঁও যুদ্ধের ২০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ইলগার পরিষদ' এক সভার আয়োজন করে।

দলিতদের বিভিন্ন গোষ্ঠী এই যুদ্ধের ২০০ বছর পালন করার জন্য সভাটি ডাকে। দলিতরা ভিমা-কোরেগাঁও যুদ্ধে ব্রিটিশদের পক্ষে অংশ নেয়। ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এই যুদ্ধে পেশোয়ার সেনা বাহিনীকে পরাজিত করে। দলিতরা তাই এই যুদ্ধকে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণের লড়াইয়ের সাফল্য বলে মনে করে।

পুলিশের মতে, পুণের সভায় উমর খলিদ ও জিগনেসের ভাষণের পরেই হিংসা সৃষ্টি হয়। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন শহর ও গ্রামে মঙ্গলবার আগুন জ্বলে ওঠে। বিক্ষোভকারীরা অসংখ্য বাস পুড়িয়ে দেয়। সড়ক ও রেল যোগাযোগ তাদের বিক্ষোভের ফলে ব্যাহত হয়। শুধু মুম্বইতে দলিতদের বিক্ষোভের ফলে ১৬০টি বাস পুড়িয়ে দেওয়া হয়। সেখানে ১০০ জন বিক্ষোভকারীকে আটক করে পুলিশ।

উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের এই লড়াইয়ে উসকানি দেয় মেভানি ও উমর খলিদের ভাষণ বলেও দাবি করে পুলিশ। ফলে মুম্বইয়ে তাদের সভার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এবার দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগে রাজধানীতে আইন-শৃঙ্খলা ব্যাহত হতে পারে এই আশঙ্কায় ভাষণ দিতে দেওয়া হল না দুই দলিত নেতাকে।রাজধানীতে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে সার্কের সদস্য দেশগুলির বিদেশ মন্ত্রীদের হাজির থাকার কথা। সেই কারণে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ঠিক তার আগে কোনওভাবেই জিগনেসদের সভা করতে দিয়ে পুলিশ আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করতে চায় না বলে মন্তব্য করেছে পুলিশেরই একাংশ।

বাহরিনে অনাবাসী ভারতীয়দের সমাবেশে ভাষণ দেবেন রাহুল

বাহরিন, ৮ জানুয়ারি : কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর রাহুল গান্ধি প্রথম বিদেশ সফরে এলেন। সোমবার তিনি বাহরিন পৌঁছান। সেখানে অনাবাসী ভারতীয়দের এক সমাবেশে বক্তব্য রাখার কথা কংগ্রেস সভাপতির। প্রসঙ্গত, দলের সভাপতি হওয়ার পর বিশ্বে অনাবাসী ভারতীয়দের সম্ভবত পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার জন্য রাহুল বিভিন্ন দেশে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছেন। সোমবার বান বন্দরে রাহুল গান্ধিকে অভ্যর্থনা জানান গ্লোবাল অর্গানাইজেশন অফ পিপুল অফ ইন্ডিয়ান অরিজিনের সদস্যরা।

বাহরিনে পৌঁছনোর আগের দিন টুইট করে দেশের উন্নতিতে তাদের অবদানের কথা মনে করিয়ে দেন। ট্যুইট করে তিনি আরও বলেন, অনাবাসী ভারতীয়রাই সারা বিশ্বে দেশের প্রকৃত প্রতিনিধি এবং ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর।

দলের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর প্রথম বিদেশ সফরে এসে অনাবাসী ভারতীয়দের কাছে বিপুল অভ্যর্থনা পেয়ে খুশি তিনি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাহরিন সফরে আসার কথা। তার আগেই কংগ্রেস সভাপতি বাহরিন সফরে এলেন। তিনি সম্ভবত বাহরিনের প্রধানমন্ত্রী খলিফা বিন সলমন আল খলিফা এবং স্থানীয় নেতাদের সঙ্গেও দেখা করবেন। রাহুলের সঙ্গে এসেছেন বেশ কয়েকজন বাণিজ্যিক প্রতিনিধিও। স্থানীয় বাণিজ্যিক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে তার আলোচনায় বসার কথা।

তবে বাহরিনে পৌঁছনোর পরেই অনাবাসী ভারতীয়রা তাকে যেভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তাতে খুশি কংগ্রেস সভাপতি। বাহরিন থেকে তিনি অন্য দেশগুলিতেও যেতে চান।

Press Notice

The Executive Engineer, E & M Division,APWD, Prothrapur, Port Blair on behalf of the president of India invites separate sealed item rate tenders (in form C.P.W.D-8) from the enlisted electrical contractors of appropriate class of APWD up to 3.00 PM on **09.02.2018** for under mentioned work.

1. **NIT No.66/EE/E&M/17-18** "Construction of 18 Nos.Type-III (T/S) Quarters at Satellite Township Colony under CD-II. **SW :** Providing IEI & EEI". Estimate Cost: 25,43,075/- EMD : 50,862/- Period of Completion:90 (Ninety) Days after Completion of Civil Work.**Unique No. 50242.**
2. **NIT No.67/EE/E&M/17-18** "Construction of 24 Nos.Type-II Quarters (T/S) Satellite Township Colony under CD-II.**SW :** Providing IEI & EEI". Estimate Cost: 31,75,944/ EMD : 63,519/- Period of Completion 90 (Ninety) Days after Completion of Civil Work. **Unique No. 50245.**
3. **NITNo.78/EE/E&M/17-18** "Proposed New Passenger Hall at Halipad Havelock under CD-I,APWD, Port Blair. **SW :** Providing IEI & EEI, Air Conditioners, Automatic Fire detection Devices and Fire-Extinguishing Equipment". Estimate Cost :13,59,016/- EMD : 27,180/- Period of Completion 45 (Forty Five) Days after Completion of Civil Work. **Unique No.50243.**

Tender forms and other details can be obtained from the Office of the Executive Engineer, on payment of 500/-.Last date of receipt of application will be **05.02.2018** upto 4.00 PM. Other detail can be seen on website www.and.nic.in.

Executive Engineer
1227/18 E & M Division,APWD. Prothrapur,Port Blair

কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু দফতরের মন্ত্রী মুক্তার আব্বাস নকভি সোমবার মুম্বইয়ের ইসলাম জিমখানা মেরিন লেনে 'হুনার হাটের' বিভিন্ন স্টল ঘুরে দেখেন।

ডোকালমে চিনা সেনার সংখ্যা কমছে, দাবি সেনাবাহিনীর

নয়াদিল্লি, ৮ জানুয়ারি : ডোকালমে চিনা সেনার সংখ্যা কমছে, দাবি করেছে ভারতীয় সেনাবাহিনী। ভারতীয় সেনা প্রধান বিপিন রাওয়াত মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন চিনা সেনাবাহিনীর কর্মীরা রাস্তা তৈরির জন্য অরুণাচল প্রদেশে ঢুকে পড়েছিল। ডোকালমে তারা রাস্তা তৈরির কাজ শুরু করেন।

কিন্তু ভারতীয় সেনারা সরাসরি বাধা দেয় চিনা সেনাদের। ফলে ৭৫ দিন ওই অঞ্চলে চিনা সেনা কার্যত অবরোধ গড়ে তোলে।

ডোকালমে চিনা সেনা সড়ক ও কয়েকটি ভবন তৈরির কাজ শুরু করলেও প্রথমে তা অস্বীকার করে। এছাড়া ডোকালম ভারতের নয়, ভুটানের অংশ বলে দাবি করে তারা। রাজধানী দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানের ফাঁকে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় রাওয়াত বলেন, সিকিম সেক্টরে ভারত-চিন সীমান্তে ডোকালমে ৭৫ দিন দু'দেশের সেনা কার্যত অবরোধ গড়ে তোলে।

২০১৭ সালে ২৬ ডিসেম্বর চিনা সেনাবাহিনী সড়ক নির্মাণকারী কয়েকজন কর্মী ভারতে অনুপ্রবেশ করে। তারা রাস্তা তৈরির কাজও শুরু করে দেয়। ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ ফাঁড়ি একেবারেই কাছেই, মাত্র ২ কিলোমিটার দূরে ওই রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয়। তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রায় ৬০০ মিটার লম্বা এবং ১২ ফুট চওড়া রাস্তা তৈরি করে ফেলে। এরপর অবশ্য থেমেছে চিনা পার্টি।

চারমাস ধরে এই ঘটনা ঘটার ফলে দু'সেনাবাহিনীর আলোচনার মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। চিনারা সরে গেছে ডোকালম থেকে বলে দাবি করেছেন সেনাপ্রধান।